R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd No. WB/MSD-05

উন্নতমানের পাগ মিল চিমনী
ইটের জন্য যোগাযোগ করুন।
ইউনাইটেড ব্রীক্স
ওসমানপুর, পোঃ জঙ্গিপুর
(মুর্শিদাবাদ)
ফোন নং 03483/264271
M 9434637510

পাওয়ার, পেট্রল, টারবোজেট
ও ডিজেল-এর জন্য
অমর সার্ভিস ষ্টেশন
(Club H.P. e-Fuel Pump)
ওসমানপুর, ফোন 264694

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন ঃ ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৫শ বর্ষ
১৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৫ সাল।
৩রা সেপ্টেম্বর, ২০০৮ সাল।

নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ঃ ৫০ টাকা

ভাঙ্গন এলাকা ঘুরতে এসে সেচ মন্ত্রীর আক্ষেপ—দু' বছরেও কোন কাজ হয়নি

অসিত রায় ঃ বিধ্বংসী বন্যা ও নদী ভাঙ্গনে জঙ্গিপুর মহকুমার হাজার হাজার মানুষ প্রতি বছরই মাথা গোঁজার ঠাঁই হারিয়ে খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। রাজ্যের সেচ মন্ত্রী সুভাষ নস্কর গত ২৪ আগস্ট ভাগীরথী নদীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জঙ্গিপুরের বিধায়ক আবুল হাসনাত, সুতির বিধায়ক জানে আলম মিঞা, জঙ্গিপুরের সেচ দপ্তরের এস ডি ও মানসরঞ্জন গণ এবং বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়াররা। কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা আর টালবাহানায় রাজ্যের সেচ দপ্তর গঙ্গা, পদ্মা এবং ভাগীরথীর ভাঙ্গন কবলিত এলাকায় বন্যা নিয়ন্ত্রণের প্রকল্পগুলো যথাযথভাবে শেষ করতে পারে না। এমনই অভিযোগ সেচ মন্ত্রীর। সড়ক পথে হারোয়া, বহুতালীর বানভাসী মানুষদের কাছে সেচ মন্ত্রী তাঁর অসন্তোষের কথা ক্ষোভের সঙ্গে জানান। কানুপুর থেকে জলপথে ঘোরার সময়েও সেই একই অভিজ্ঞতা। ধনপতনগরে আলকাপ সম্রাট ঝাঁকসুর ভিটে যে কোন সময় নদীগর্ভে তলিয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখে ভাঙ্গন প্রতিরোধে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিভাগীয় ইঞ্জিনীয়ারদের নির্দেশ দেন সেচ মন্ত্রী। দুপুরে জঙ্গিপুর সেচ বাংলোয় সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য টাকা (শেষ পৃষ্ঠায়)

সুন্দর গোপাল ভবনে উৎসবের ঘনঘটা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ হাই কোর্টের বিচারপতি তপন মুখার্জী তাঁদের রঘুনাথগঞ্জের 'সুন্দর গোপাল ভবন' দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘের শাখা শ্রীশ্রী আদ্যামায়ের মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্যে তুলে দিলেন ট্রাস্টির হাতে। পূজার্চনা, হোমযজ্ঞ, মঙ্গল-আরতির মধ্যে তার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়ে গেল গত ২৪ আগস্ট। উদ্বোধনের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে রবীন্দ্রভবন মঞ্চে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। প্রারম্ভিক ভাষণে অনুষ্ঠানের সভাপতি রাজ্য মানবাধিকার কমিশনের সভাপতি শ্যামল সেন বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের বিখ্যাত উক্তি "শিবজ্ঞানে জীবের সেবায়" উদ্বুদ্ধ হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীশ্রী অন্নদাঠাকুরের উদ্যোগে, নানান সেবামূলক কাজের মধ্যে, সেই প্রবহমান ধারা এখনও অব্যাহত। এখানে ঐ সংঘের একটি শাখার উদ্বোধন নিঃসন্দেহে দেশ এবং সমাজের পক্ষে শুভ ইঙ্গিত। শিক্ষা বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র ডেপুটি ডাইরেক্টর বিমান মুখোপাধ্যায় বলেন, উপনিষদের শাশ্বত বাণী (শেষ পৃষ্ঠায়)

বিজনে কুজনে রহিল নীরবে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ 'জঙ্গিপুর সংবাদ'-র একজন শুভানুধ্যায়ী ও একনিষ্ঠ সুহৃদ হঠাৎ চলে গেলেন। কিছু কিছু মানুষের উপস্থিতি সবাইকে ছাপিয়ে যায়। বিজন হাজরা ছিলেন তেমনি। কথায়-তর্কে-আলোচনায় ভরে থাকতেন এবং ভরিয়ে রাখতেন। প্রতিটি বিষয়ে সুন্দর আলোচনা ও পাশাপাশি তর্ক করতেন। (শষ পৃষ্ঠায়)

ভাঙ্গনে চর এলাকার বহু পরিবার সঙ্কটের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভাগীরথীতে জল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ফরাক্কা ব্লকের বেনিয়াগ্রাম অঞ্চলের হোসেনপুর চর এলাকায় এবং নয়নসুখ অঞ্চলের কুলি দিয়ার চরে ব্যাপক ভাঙ্গন শুরু হয়েছে। এখানে ভাঙ্গন রোধের কোন ব্যবস্থা না থাকায় বালি মাটির এলাকা দ্রুত গতিতে ভাগীরথীতে বিলীন হয়ে চলেছে। কুলি দিয়ার চরে ৬টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে ১০ হাজার (শেষ পৃষ্ঠায়)

তড়িদাহত হয়ে যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলা পল্লীর শঙ্কর কর্মকারের ছেলে ছোটন (২১) বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে গত ২৮ আগস্ট বাড়ীতে মারা যান। টিভির ছোটখাটো ত্রুটি সারাতে গিয়েই এই বিপত্তি বলে জানা যায়। মৃত ছোটন জঙ্গিপুর কলেজের বি-এসসির ছাত্র ছিলেন।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, জারদৌসী, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, মেয়েদের চুড়িদার পিস, টপ, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ঐতিহ্যবাহী সিল্ক প্রতিষ্ঠান **গৌতম মনিয়া**

ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন ঃ ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪, ৯৩৩২৫৬৯১৯১

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৭ই ভাদ্র, বুধবার, ১৪১৫ সাল।

শব্দের অপরাধে

কবির কথাকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, শব্দের অপরাধ সম্পর্কে 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে' কাঁদিয়া থাকে ; কেন না সে অপরাধ প্রতিকারহীন। কোন সময়েই উহার কোন সুরাহা হয় না। বরং যেখানে বিচারের ব্যবস্থা করা হয়, সেখানে এক প্রহসনের অবতারণা প্রায় ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে। শব্দের ত্রুটি-বিচ্যুতি তথা অপরাধকে যখনই আবরণমুক্ত করা হয়, অর্থাৎ সাধারণ্যে প্রকাশ করিয়া দেওয়া হয়, তখনই তাহার নখদন্ত প্রকাশিত হয় এবং স্বয়ংকৃত অপরাধ অন্যের উপর চাপাইয়া সে বেকসুর খালাস পাইয়া থাকে। ইহাই বর্তমান ভাবধারা। এক্ষেত্রে দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া দিনযাপনের গ্লানি ভোগ করা ছাড়া আর কিছু বোধ হয়, থাকে না। আবার এমনও হইতে পারে যে ইহাকে কেন্দ্র করিয়া পুঞ্জীভূত ক্ষোভ একদিন ফাটিয়া পড়িবার অপেক্ষায় দিন গুনিয়া চলিয়াছে। আমাদের সদর মহকুমা হাসপাতাল সম্বন্ধে বহুভাবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে সংবাদ ও মন্তব্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। হাসপাতালের অভ্যন্তরীণ পরিচালনার ত্রুটির কথা লিখিতে লিখিতে লেখনী ক্লান্ত হইয়াছে। এখন সে-সব বিষয় আলোচনার বাহিরে। শুধু হাসপাতালের বহিরঙ্গ দিনের দিন কি অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছে, তাহারই কথা বলা হইতেছে। দরজা জানালা খোয়া যাওয়া, ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়া ডিপথেরিয়া ওয়ার্ডে বর্তমানে জঞ্জালের স্তূপ। পার্শ্বের মহিলা ওয়ার্ড হইতে ফেলিয়া যাওয়া সদ্য প্রসবা মায়েদের গর্ভ ফুল এবং নাভিরজ্জু কাকেরা রাস্তায় আনিয়া টানাটানি করে। আউটডোরের লোকজনের যাতায়াতে ঐ সব বর্জ্য পদার্থ রাস্তায় পড়িয়া থাকে। অন্যদিকে গৌরী সেনের টাকার শ্রাদ্ধ চলিতেছে আউটডোরে। ডাক্তার স্টাফ বা রোগী না থাকিলেও বারান্দার ফ্যানগুলি অবাধে ঘুরিয়াই চলে ঘন্টার পর ঘন্টা। তবে সরকারের লক্ষ্মীর দাক্ষিণ্য সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন ধ্যান-ধারণা নাই। সেইজন্যই এত ভাবনা। হাসপাতালের মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় জমিয়া থাকা আবর্জনা, বিশেষতঃ সিঁড়ির কোণে ও নীচে, যদি রোগ প্রতিষেধকের কাজ করে, স্বতন্ত্র কথা। পুরুষদের পেয়িং বেড-এর দুর্দশা দর্শকের চক্ষু সিক্ত করিবে। সিলিং পাখার ধূলিমালিন্য রীতিমত প্রকট। লোহার খাটের চারি কোণে মশারি বাঁধিবার লৌহদন্ড উধাও ; সেখানে গাছের ডাল বাঁধা। সাধারণ শয্যার কথা অনালোচ্য। চতুষ্পার্শ্বস্থ নর্দমাগুলির সংস্কার হয় না।

হাসপাতাল ভবন দেখভাল করিবার জন্য মেইন্টেন্যান্স ব্যবস্থা থাকা অবশ্যই উচিত। যদি জাগিয়া ঘুমান হয়, তবে কিছু বলিবার নাই। বিভিন্ন কর্মীর হরেক ইউনিয়ন রহিয়াছে। আর আছে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। সাবিক গাফিলতিতে অপরাধ এবং সে অপরাধ শক্ত শাসকের ; প্রতিকারহীন অবস্থায় সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিতেছে।

বিজন তর্পণ

চিত্ত মুখোপাধ্যায়

রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী, সমাজসেবী কিছুই ছিল না। বাল্যবন্ধু, সারল্যের প্রতিমূর্তি, ভালো ছাত্র, ভালো বন্ধু। তাই ভেতর থেকে একটা তাগিদ এলো বিজন হাজরাকে নিয়ে কিছু স্মরণ-মননের। সম্ভবতঃ এটাও তর্পণ। কারো প্রার্থনায় কেউ কিছুই পায় না. বিজন সদ্গতি পাবে তার কর্মফলে। দাদাঠাকুর প্রেসে আর কোনদিন দেখা যাবে না তাকে। এলোমেলো চুল, বাম হাতে খোলা নস্যির কোটো, মুখে হাসি—'কি অনুদা এখনো স্বপন, চিত্ত কারোর পাত্তা নাই। কাজের চাপে ওদের ভাগিয়ে দিলে নাকি ? এক ঘন্টা তোমাকে সময় দিলাম কাজ সারো। আমি ওদের ডেকে আনছি।' এই যে আপন করে নেবার মন, সকলের জন্যে সুচিন্তন—এটা সবার হয় না। বাম মনোভাবাপন্ন ছিলো কিন্তু যুক্তিবাদী আবার জাতীয়তাবাদীও। কি তর্কই না হতো ! সিঙ্গুর থেকে আঙ্গুর—কি না বিষয় ছিলো আমাদের। যা ন্যায্য, যা কালোপযোগী তা মানতে এবং বলতে এক মিনিট সময় নিতো না বিজন। আদরের একমাত্র মেয়ে দ্বৈতার ছোট গল্পে একটা বই বার হয়েছে। তাতে বিজনের মুখে বিশ্ব জয়ের হাসি। সাহিত্যের এমন কিছু আমরাও বুঝি না. কিন্তু একদমই এ সব ব্যাপারে রসহীন সম্পর্কহীন কতজনকে যে ঐ কথা গর্ব করে তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলেছে বিজন তার ইয়ত্তা নাই। আমরা ঠাট্টা করলে মুখটা পান্ডুর করে তাকিয়ে থাকতো, যাচাই করতো ওটা ঠাট্টা না সত্যি ? বুকের কাছে মেয়ের লেখা বইগুলো ধরে এ বাড়ি ও বাড়ি কিশোরের উদ্যমে ঘুরে বেড়াতো। আবার নাকি ২য় সংস্করণ বেরুবে দ্বৈতার বই এর। বিজনের আত্মা নিশ্চয় সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে আছে সেই দিকে। খেতে ভালোবাসতো। তবে ইদানিং রোজ অম্বল হতো। কতবার বলেছি কোলকাতা গিয়ে চেক আপ করিয়ে আসতে। বলতো—তখন এটা সেটা ধরা পড়ুক আর তাই নিয়ে টেনশনে পড়ি ! তোর মতো আমি সব সময়ে ও নিয়ে ভাবি না। এই ভাবেই কবে একদিন ফট্ হয়ে যাবো ব্যস—কি বলো অনুদা ! আর তোর তো ছেলে আছে আমাদের দু'জনের তাও নাই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে দিয়েছি। এখন বুড়ো আর বুড়ি। যেটুকু জমি, পুকুর আছে রেখে যাবো, তাতে কনির অসুবিধা হবে না। তাছাড়া ভাইরা আছে। হলোও তাই। আমাকে ঠাট্টা করে বলতো—'তুই তো দু'বেলা ঠাকুর ঘরে ঢুকিস, কীর্ত্তন পাঠ কতো কি করিস। তোর জন্যে ভাই ওপরে ফ্ল্যাট বুক হয়ে আছে। আমার, অনুদার তো তা হবে না, আমাদের জন্যে গঙ্গার ধারের মতো বস্তি থাকবে ওখানে। অরিনদা, স্বাধীন, রবুদাকে ঠিক খুঁজে বের করবো।'

বিজন বরাবর ভালো ছিলো অঙ্কে। আর তাই আমার মতো স্কুলে অঙ্কে ফেলও করেনি। আজো হারিয়ে দিলো। আজো মনকে ওর মতো সাদা করতে পারিনি। রাগ, সেন্টিমেন্ট, স্বার্থে আঘাত লাগলে ফণা তোলা না গেলে হিংসা—কিছুই তো ছাই পেল না। এতো ময়লা নিয়ে ফ্ল্যাট পাবো কি করে ? বিজন ম্যাজিক করে বৃদ্ধা জননীকে রেখে চুপ করে কেটে পড়লো। কারো বোঝা হয়ে না থাকার প্রবল ইচ্ছাটাও ভগবান ওর পূরণ করলেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

সদ্য বহিষ্কৃত প্রসঙ্গে

জঙ্গিপুর সংবাদ এর ২০ আগষ্টের সংখ্যায় সদ্য বহিষ্কৃত রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক কংগ্রেস সভাপতি' শিরোনামে আমাকে নিয়ে একটা সংবাদ বার হয়েছে। 'বহিষ্কৃত' শব্দটি ব্যবহারে আমি অত্যন্ত অপমান বোধ করছি। কারণ আমি কি অপরাধ বা অপকর্ম করেছি যে আমাকে দল থেকে বহিষ্কৃত করা হবে ? বরং জেলা কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী গত ২৩ আগষ্ট'০৮ এক চিঠিতে আমাকে এক্সিকিউটিভ কমিটির সদস্য করা হয়েছে বলে জানান।

ইমাজুদ্দিন বিশ্বাস
প্রাক্তন সভাপতি, রঘুনাথগঞ্জ-২
কংগ্রেস কমিটি

পশ্চিমবাংলার শিল্প ও সিঙ্গুরের ভবিষ্যৎ কোন্ পথে ?

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবাংলায় সাম্প্রতিকতমকালে শিল্প ও কৃষি নিয়ে রাজনৈতিক সংকট জনমনেও প্রভাব ফেলেছে। কাগজে, টি-ভির চ্যানেলে খবরের বাণিজ্যিক সাফল্য এনেছে। হারিয়েছে নীতির মূল্যায়ন। ভারতের প্রতিটি রাজ্যে ঘটনার রাজনৈতিক মেরুকরণ করা হয়। খবরের ক্ষেত্রেও নিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে 'আমা'র নামক ব্যক্তি বা সমষ্টি মানুষের কথা বাদ দিয়ে করপোরেটের হাউস ফিলোসফি প্রেজেন্ট করা হয়। সাংবাদিকতার শুরুতে বলা হত "cannon kill the feudalism, ink kill the capitalism" এখন যুগ পালটানোর সঙ্গে সঙ্গে ধারণা পাল্টেছে। খবর এখন দেখা ও টোকা। এক একজন এক এক পক্ষের। পূর্ণতা নেই বিশ্বাসযোগ্যতার। তার কারণ দেশের কর্ণধার, রাজনৈতিক নৈতৃত্ব, বুরোক্রেট সবাই এখন কথায় বার্তায়, আচার আচরণে এবং প্রতিশ্রুতিতে আধাআধি। দেশে শিল্প, ব্যবসা, শিক্ষা সবই কোলাবরেট। ফলে ফলশ্রুতিও কোলাবরেট টাইপের। এ এক অদ্ভুত সংকটের সময়।

সিঙ্গুরে টাটার মোটর কারখানা হবে। ৯৯৭ একর জমি সরকার টাটাদের দিয়েছেন। এ নিয়েই যত সংকট। এর জন্য অনেক মানুষের প্রাণ গেল, পরিবারও নষ্ট হয়ে গেল। র‍্যাপ মাড়িয়ে কৃষকের পাকা ধান নষ্ট করল ; না দেশের National wealth বা Neat Profit নষ্ট করল তা বুঝতে পারল না প্রশাসন বা সরকার। একটি পরিবার দেশের একটি ইউনিট বা মূল শক্তির একক। তাঁদের স্বপ্ন সাকার না হলে দেশের স্বপ্ন কিভাবে সাকার হবে ? শিল্প হবে এ রাজ্যে। উন্নয়ন হবে। বাজার তৈরী হবে। তাহলে যেখানে কারখানা হবে তাদের যদি প্রথমেই 'ন্যানো'র ঘরভাঙ্গা সংসারের আপনজনের অকাল মৃত্যুর কারণটাই রাজ্যের সবার না হলেও সিঙ্গুরের মানুষের তিক্ত লোগোর অভিজ্ঞতা হয়। সেটা কি Business Philosophy-র সফলতার দিক হবে ? বড় বড় করপোরেটরা চ্যারিটেবল সংস্থা করে, বিজ্ঞাপনে দান ধ্যানের মাধ্যমে কোম্পানীর নাম জনমানসে প্রোডাক্টের পরিবর্তে বসিয়ে দেয়। যেমন মুদিখানা দোকানে গিয়ে টাটা বললেই চা বা লবণের প্যাকেট ধরিয়ে দেবে আপনার হাতে। এক্ষেত্রে কি হল—'ন্যানো' বললেই ক্ষতবিক্ষত সিঙ্গুর বেরিয়ে আসবে কি ? এটাই এখন দেখার। নিরপেক্ষভাবে বললে দোষ টাটার নয়। তবে কার ? দায়ী কে ? ১) প্রথমতঃ শিল্পের জন্য জমি নেওয়া হবে, এটি বাণিজ্যিক দিক। সরকারের কর্ণধার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্য মহৎ। শিল্প করা। ইতিহাস সৃষ্টি করা। সব ঠিক। তাহলে দোষ কোথায় ? মুখ্যমন্ত্রী শিল্পের তথা শিল্পপতি টাটার, যেমন আপামর পশ্চিমবাংলার কৃষককুলেরও। টাটাকে কথা দিলেন শিল্পের জন্য জায়গা দেব। তার আগে কৃষকের সঙ্গে কথা বলা উচিৎ ছিল, যা তিনি করেননি। (২) জমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রেও আইনী দৃষ্টিভঙ্গির কথা বললেও আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে। জমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী তথা সরকারী পর্যায় ছাড়িয়ে রাজনৈতিক বা পার্টি পর্যায়ে নির্ভরশীলতার দরুণ এ ঘটনার সূত্রপাত হয়েছে। লক্ষ্মণ শেঠরা নিজেদের প্রভাব দেখাতে গিয়ে জঙ্গিপনা করেছেন। মমতাদের রাজনীতি করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী কৃষকের না হয়ে টাটার হয়ে গেছেন। শিল্পমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রীদের বোঝা উচিৎ বিদেশী ব্যাঙ্ক G-8, বিশ্ব ব্যাঙ্কের টাকার স্রোতটাই এদেশের রমরমার কারণ। ফলে শিল্প করতে গিয়ে কৃষিকে অগ্রাহ্য করা চলবে না। গান্ধীজী তাঁর "Perils of Industrilisation" এ বলেছেন কৃষির উন্নতি ব্যতীত শিল্পের প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। তাতে করে ভারতের মতো কৃষি প্রধান দেশে। সিঙ্গুর থেকে কাটোয়া পর্য্যন্ত এই বেসিনের জমি অত্যন্ত উন্নত। এ জমি নষ্ট করা উচিৎ হয়নি। টাটা শুধু মোটর কারখানার পরিকল্পনা নেবার মানুষ নন। মানচিত্র তাকিয়ে দেখুন—এক দিকে নদী অন্য দিকে এক্সপ্রেস রোড। টাটাদের কাছে এ জায়গা 'গোল্ডেন ট্রাঙ্গেল'। তিনি আর একটা জামশেদপুর গড়ার স্বপ্নও দেখতে পারেন। বুদ্ধদেববাবু—শিল্প এখানে তবেই হবে, আপনি যদি এক স্টেপ নেমে সবার তথা কৃষকের মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন। লেনিন যেমন ভুল বুঝে লিখেছিলেন "One step forward, Two step backward"—আপনিও কার্যতঃ পার্টির ঊর্ধ্বে উঠে দোষ-ত্রুটি স্বীকার করুন, ক্ষতিপূরণ দিন কৃষকদের টাটার সঙ্গে কথা বলে। টাটারা ১৫০০ কোটি নষ্ট করে চলে যেতে পারেন কিন্তু ৫০০ কৃষক পরিবারের নিরাপত্তা তথা রুজি-রোজগারের দায়িত্ব নিতে পারেন না ? শুধুমাত্র 'ইগো'র লড়াই, এর পরিণতি সিঙ্গুর। অনিল বিশ্বাস জ্যোতিবাবুর অবসর ঠিক সময়ে ঘোষণা করে আপনাকে মুখ্যমন্ত্রী করে মমতার রাজনৈতিক পাশা কেড়ে নিয়েছিলেন। সবটাই ওয়াকওভার হয়ে গেছিল। এক্ষেত্রেও কৃষকদের সঙ্গে টাটাদের সরাসরি কথা বলতে সুযোগ করে দিন। যা হবার তা তো হয়ে গেছে। এখন চাই সমাধান। টি, ভিতে বা মঞ্চে মমতার দলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ক্যাডার শিল্পমন্ত্রীকে বক্তব্যে না নামিয়ে টাটাদের সরাসরি মাঠে নামান। কারণ রাস্তা, স্কুল, হাসপাতাল, রেললাইন এ জাতীয় কাজের দায়িত্ব রাষ্ট্র বা সরকার যেমন ঠিক করে তেমনিভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা হলেও অধিগ্রহণে চুক্তি থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে এ ধরনের কাজ বিশ্বায়নের দোহাই দিয়েও আমাদের দেশে সম্ভব নয়। তাছাড়া অন্ধ্রে চন্দ্রবাবু নাইডু আমাদের সামনে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। হাইদ্রাবাদকে হাইটেক সিটি করলেন। রিং রোডের অধিবাসীদের রোজগার মাসিক ৪০, ৫০ হাজার থেকে লাখ। তার ৫০ কিমি দূরের গ্রামের কৃষকের মাথাপিছু আয় দিনে ৫০ টাকা। সিঙ্গুরের কারখানা তো অশিক্ষিত চাষীকে ইঞ্জিনিয়ারের বেতন, সুযোগ সুবিধা এনে দেবে না। তাহলে সরাসরি টাটার মাধ্যমে জমি প্রদানকারীদের জীবিকা-নির্বাহের মতো চাকরীর নিরাপত্তা ঘোষণা করিয়ে দিন। শিল্প তবেই হবে। ঢিল ছোড়াছুড়ির রাজনীতি বন্ধ করুন।

স্বাধীনতা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ১৫ আগষ্ট সকালে সাগরদীঘি ব্যবসায়ী সমিতি ও থানা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে শহীদ বেদীতে মাল্যদান, পতাকা উত্তোলন ও এলাকার মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবার প্রয়োজনে একটি এ্যাম্বুলেন্সের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ব্যবসায়ী কেদারনাথ ভকত। এ্যাম্বুলেন্সটি থানা এলাকায় থাকবে। চিকিৎসার প্রয়োজনে থানায় ফোন করলেই এ্যাম্বুলেন্স গন্তব্যস্থলে পেঁাছে যাবে বলে জানা যায়। এছাড়া সাগরদীঘি ব্রাইট একাডেমীর শিশুদের প্রভাতফেরী মানুষকে আকৃষ্ট করে। বিজয় সরস্বতী ক্লাবের ৪৬তম দৌড় প্রতিযোগিতা মনিগ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে শুরু হয়ে সাগরদীঘি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে শেষ হয়। দশ কিলো মিটারের এই প্রতিযোগিতায় ৫৬ জন যুবক যুবতী অংশ নেন। মনিগ্রাম কিশোর সংঘ ক্লাবও ঐ দিন রাস্তা দৌড় ও সন্তরণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে।

ভাঙ্গন এলাকা ঘুরতে এসে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বরাদ্দর ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের যথাযথ পরিকাঠামোর অভাবে কোন প্রকল্পই সময়মত শেষ করা সম্ভব হয় না। দেশের সমস্ত রাজ্যের ভাঙ্গনে বিভিন্ন প্রকল্পের জন্য ৮০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হ'লেও কোন্ রাজ্যের জন্য কত বরাদ্দ হয়েছে তা সঠিক না বলায় প্রকল্প তৈরী করতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। সামান্য কারণ দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প একাধিকবার ফেরৎ পাঠিয়ে দিচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা জঙ্গিপুরে এসে ভাঙ্গন রোধ প্রকল্পের জন্য আশ্বাস দিয়ে যান। কিন্তু তাঁদের কথায় আর কাজে কোন মিল থাকে না। নতুন এক নির্দেশিকায় জানানো হ'য়েছে সাড়ে সাত কোটি টাকার কমে কোন প্রকল্প তৈরী করা যাবে না। কিন্তু ছোট প্রকল্পগুলি কিভাবে বাস্তবায়িত হবে তা জানানো হয়নি। সেচ বাংলোয় জঙ্গিপুরের পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য বন্যা কবলিত এলাকার বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে সেচমন্ত্রীর সাথে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এরপর মন্ত্রী ময়া-পন্ডিতপুর এলাকা পরিদর্শন করেন। সুতির বন্যা কবলিত অঞ্চল পরিদর্শনের সময় স্থানীয় চাষীরা ঝাড়খন্ডের পাহাড়ী নদীর জলের প্রকোপে প্রতি বছর বন্যায় তাদের দুর্দশার কথা মন্ত্রীকে জানান। খুব শীঘ্রই ঝাড়খন্ডের সাথে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে। সুতি এবং জঙ্গিপুরের বিধায়ক বিধানসভায় বিভিন্ন সময়ে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্দশা নিয়ে সরব হয়েছেন। দুর্গতদের প্রকৃত অবস্থা দেখানো এবং তার আশু সমাধানের প্রয়োজনে সেচমন্ত্রীর সাথে আজকের সফর তাই গুরুত্বপূর্ণ। "ভাগীরথী নদীতে দীর্ঘদিন ধরে ভাঙ্গনের ফলে হাজার হাজার পরিবার বাস্তুহারা, ভূমিহারা হয়েছে। হাজার হাজার একর কৃষি জমি নদী গর্ভে চলে যাওয়ায় জেলার কৃষি অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়েছে। এলাকার মানুষও আর্থিক দুর্বল হচ্ছে। জঙ্গিপুর বিধান সভার অন্তর্গত কাশিয়াডাঙ্গা, মহম্মদপুর, রঘুনাথপুর, বীরেন্দ্রনগর, ফেজারনগর, সম্মতিনগর, ধনপতনগর, সুজাপুর, চড়কা, সাহারাপাড়া, খোসালপুর প্রভৃতি এলাকায় ভাঙ্গন ভয়াবহ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেচমন্ত্রী জানান—গত ইংরেজি ১৮-০৭-২০০৬ আমি ও সেচ দপ্তরের এস, ডি, ও মানসরঞ্জন গণ নদীপথে ভাঙ্গন পরিদর্শন করি। দু'বছর পার হ'য়ে গেলেও এখনো সে সব এলাকায় ভাঙ্গন প্রতিরোধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।"

বহু পরিবার সঙ্কটের মুখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মানুষের বাস। বর্তমানে ভাঙনে প্রায় ১৫০ ঘরের কোন অস্তিত্ব নাই। এলাকার মানুষ নদীর দূরত্ব রেখে চরেই আবার মাথা গোঁজার ব্যবস্থা করেছেন। একটি প্রাইমারী স্কুলও নদীগর্ভে চলে গেছে। হোসেনপুর চরের বসিন্দারাও একইভাবে কিছুটা পিছিয়ে আবার আশ্রয় তৈরী করে নিয়েছেন। সেখানে প্রায় ৩০০০ মানুষের বাস। দুটি ভোট গ্রহণ কেন্দ্র (৪৬/৭২)। ভাঙনে প্রায় ৬০টি পরিবার সেখানে গৃহহারা। এই দুটি চরের ভাঙন প্রতিরোধে সরকার থেকে দ্রুত কোন ব্যবস্থা না নিলে আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি চরই অস্তিত্ববিহীন হয়ে পড়বে বলে এলাকার মানুষদের ধারণা। ফরাক্কা পঞ্চায়েত সমিতি দুটি চর এলাকার ভাঙন প্রতিরোধে ফরাক্কা ব্যারেজের - জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন বলে জানা যায়। অন্যদিকে খবর, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লক লাগোয়া পন্ডিতপুরে অবস্থিত সেখালীপুর হাই স্কুল বিল্ডিংও এবারের ভাঙনে পদ্মা গর্ভে চলে গেছে।

সুন্দর গোপাল ভবনে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও মা সারদার মুখ থেকে উপদৃষ্ট হ'য়েছে। ভারতের প্রাচীন ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে নিজের মুক্তির জন্য বহু সাধক বনে, জঙ্গলে, গুহায় গিয়ে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সেই বনের বেদান্তকে খবরে টেনে আনলেন। "আত্মোনো মোক্ষর্থং জগদ্ধিতায় চ" অর্থাৎ নিজের মুক্তি তো বটেই, কিন্তু সেবা জগতের মধ্যে দিয়ে। সুন্দর বক্তব্য রেখেছিলেন সেকেন্ডারী এডুকেশনের সম্পাদক স্বপনকুমার সরকার। শিবজ্ঞানে জীবে সেবা নয়। জীবের পুজোর মধ্যে যে আনন্দ রয়েছে তা বর্ণনার ঊর্ধ্বে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদার ভাবকে অবলম্বন করে সেবার মধ্যে দিয়ে নিজেদের গড়ে তুলতে পারলেই ধর্ম পালন করা হবে। ব্রহ্মচারী মুরলিভাই এবং বিচারপতি তপন মুখোপাধ্যায়ও শ্রীশ্রীঅন্নদাঠাকুরের জীবনে দৈবাদেশের উপলব্ধি এবং তাঁর জীবনের গতিপথ কিভাবে ৺আদ্যামার আবির্ভাবে পরিবর্ত্তিত হয় তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেন। সবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারায় নিবেদিত প্রাণ অমৃক সিং অরোরা পরিবেশিত ভক্তিগীতির মূর্চ্ছনা উপস্থিত ভক্তদের এক আনন্দঘন জগতে উত্তীর্ণ করেছিল। সঞ্চালকের ভূমিকায় প্রশান্ত সিনহার উপস্থাপনা মণ্ডোপযোগী।

বিজনে কূজনে রহিল নীরবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অদ্ভুত বাচনভঙ্গির ধারা ছিল। জীবনে ছিলেন গণিতের কৃতি ছাত্র। কিন্তু সাহিত্য উত্তরণে নিষ্ণাত ছিলেন। অনেক মানুষকে বিপদে আপদে অর্থ সাহায্য করতেন। কিন্তু কোথাও সেটা প্রকাশ করতেন না। ব্যক্তিজীবনে বিলাসিতাহীন জীবন কাটাতেন। নানা বিষয়ের ওপর পত্রিকা দপ্তরে আলোচনায় তার সঙ্গে মতান্তর হতো কিন্তু মনান্তর কোন দিন হয়নি। গত জন্মাষ্টমীর সন্ধ্যেয় বিজন চলে গেলেন। তার অকাল মৃত্যুতে পত্রিকা গোষ্ঠী শোকবিধ্বস্ত।

কর্মখালি

শিক্ষিকা নিয়োগ

বি, এসসি (পাস)—১ জন

বি, এ (পাস)—১ জন

সরাসরি যোগাযোগ আগামী ইং ১৪ই সেপ্টেম্বর ০৮ রবিবার।

(সমস্ত নথিপত্রসহ) সময়—সকাল ১১টা

ঠিকানা—

দাদাঠাকুর কচি শিক্ষাকেন্দ্র

শ্রীকান্তবাটী (প্রাতঃ বিভাগ)

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—০৩৪৮৩ ২৬৬৬৫০

জায়গা বিক্রী

উমরপুরে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কের ঘোড়শালা রাস্তার উত্তরে ব্যবসায়ী এলাকায় প্লট করে জায়গা বিক্রী হবে।

যোগাযোগ—৯৪৩৪০০০৮২০

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।